[redacted]

[redacted]

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, তুচ্ছ ঘটনায় সৃষ্ট রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে নাহারুল ইসলাম নিহত হন। এসময় উভয় পক্ষের ৮ জন গুরুতর আহত হন।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছেন। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে সংঘর্ষে নিহতের ঘটনার পর এলাকায় চলছে চরম উত্তেজনা।

মুজিবনগর থানার নবনিযুক্ত ওসি সাইফুল আলম

মুজিবনগর থানার গেটে ছাত্র জনতার বিজয় মিছিল দেখে দৌড়ে থানা থেকে পালিয়ে যান ওসি। এ সময় পুলিশের নিরস্ত্র সদস্যরা সহ নারী কনস্টেবলগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। অনেক পরে পরিস্থিতি বুঝে আবারো থানায় ফিরে আসলে সেখানে কর্মরত পুলিশ সদস্যগন বিদ্রোহ করে বসেন এবং তার অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। পরিস্থিতি সামাল দিতে এ সময় পুলিশ সুপার বাধ্য হন থানার ওসি পরিবর্তন করতে।

সোমবার (৫ আগষ্ট) শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার খবর পেয়ে সারা দেশের ন্যায় মুজিবনগরেও বিকাল ৫ টার দিকে বিজয় মিছিল বের করে ছাত্র জনতা। এ সময় তাদের সাথে বিএনপি ও জামায়াত কর্মীরাও যোগ দেয়। মিছিলটি মুজিবনগর থানার মূল ফটকের সামনে পৌঁছালে সেখানে দাঁড়িয়ে তারা কিছুক্ষণ উচ্চস্বরে স্লোগান দেয়। স্লোগানের শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মুজিবনগর থানার ওসি উজ্জল কুমার দত্ত দৌড়ে প্রাচীর ও তারকাটা পার হয়ে পালিয়ে যান।

এ সময় থানায় কর্মরত পুলিশের নিরস্ত্র সদস্যরা সহ নারী কনস্টেবলগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তারা করণীয় নিয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার এবং খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে যোগাযোগ করেন। পুলিশ সুপার ও রেঞ্জ ডিআইজি পলাতক ওসি উজ্জ্বল কুমার দত্তের সাথে যোগাযোগে ব্যর্থ

হয়ে গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইফুল আলমকে মুজিবনগর থানায় পৌছে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার নির্দেশ দেন। রাত দশটার পরে থানাতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত ফিরে আসলে তার অধীনস্থ পুলিশ সদস্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। এবং পুলিশ সুপারকে জানান এই ওসি পরিবর্তন না করলে তারা সকলে পদত্যাগ করবেন। ওসি পরিবর্তনের দাবির প্রেক্ষিতে এ সময় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইফুল আলমকে মুজিবনগর থানার ওসি হিসেবে বদলি করা হয়।

ঘটনাটি জানতে মুজিবনগর থানার সদ্য সাবেক ওসি উজ্জ্বল কুমার দত্তের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

নবনিযুক্ত মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে পরিস্থিতির সাময়িক সমাধানে সোমবার রাত আটটার সময় মুজিবনগর থানায় আসি। পরবর্তীতে জানতে পারি আমাকে ওসি মুজিবনগর হিসেবে পোষ্টিং করা হয়েছে।’

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান মঙ্গলবার বিকালে মুজিবনগর থানার ওসি পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইন্সপেক্টর উজ্জল কুমার দত্ত আপাতত পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংযুক্ত রয়েছেন। তার ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।’

সরানো হল হাসিনাসহ মন্ত্রী- এমপিদের তথ্য

দেশের বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সরানো হলো সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সাবেক উপদেষ্টাদের তথ্য। এসব তথ্যের মধ্যে তাদের ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, বাণীসহ বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট ছিল। এসব তথ্য সরানোর জন্য দিনভর বন্ধ ছিল সরকারি ওয়েবসাইটগুলো।

মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) সংশ্লিষ্টরা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইটে সাইবার হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা ওয়েবসাইট থেকে উল্লিখিত কনটেন্টগুলো

সরানোর দাবি করেছিলেন বলে জানায় একটি সূত্র।

মঙ্গলবার দিনভর সরকারি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে না পারার অভিযোগ জানান অনেক ব্যবহারকারী। বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইটে প্রবেশের চেষ্টা করে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়। আইসিটি বিভাগ, আইসিটি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর ওয়েবসাইট অচল। এসব ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যাচ্ছে না। জানা যায়, দেশের সরকারি ওয়েবসাইটগুলো ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের সাথে যুক্ত। বিষয়টির কারিগরি দিকগুলো দেখভাল করে এটুআই। তবে এটুআই এর নিজস্ব ওয়েবসাইটই ফ্রেমওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত না। ফলে প্রায় সবগুলো সরকারি ওয়েবসাইট অচল থাকলেও, সচল রয়েছে এটুআই এর ওয়েবসাইট।

এটুআই এর কমিউনিকেশনস অ্যান্ড আউটরিচ কনসালটেন্ট আদনান ফয়সল মঙ্গলবার বিকেলে বলেন, ওয়েবসাইটগুলোর মেইনটেন্যান্স (রক্ষণাবেক্ষণ) এর কাজ চলছিল। বিকেল সাড়ে ৫টার ওয়েবসাইটগুলো পুনরায় চালু হয়।

পাশাপাশি আইসিটি বিভাগের সচিব সামসুল আরেফিন বলেন, ওয়েবসাইটগুলোতে কিছু সাইবার আক্রমণ হয়েছিল। সব ঠিকঠাক করে দ্রুত সেগুলো সচল করতে কাজ চলছে।

এটুআই এর প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মামুনুর রশিদ ভূঁইয়া ওয়েবসাইট বন্ধের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, সরকারি ওয়েবসাইটগুলো থেকে শেখ হাসিনার ছবি, বাণী এবং এ ধরনের অন্যান্য কনটেন্ট সরানো হচ্ছে। এগুলো দীর্ঘদিনের অনেক কনটেন্ট যা সরাতে প্রচুর সময় লাগে। এগুলো এখনো ওয়েবসাইটে থাকলে সেটাও ভালো দেখায় না। সেগুলো সরিয়ে দ্রুত ওয়েবসাইট সচল করা হবে।

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ওয়েবসাইটগুলো চালু হয়। তখন দেখা যায়, এসব ওয়েবসাইট থেকে শেখ হাসিনা, সংশ্লিষ্ট সাবেক মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সাবেক উপদেষ্টাদের তথ্য সরানো হয়েছে। ওয়েবসাইটগুলোতে বর্তমানে শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সচিবদের তথ্য রয়েছে শুধু।

সূত্র: কালবেলা

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আরো বলা হয়েছে, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন মামলায় আটকদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়েছে এবং এরইমধ্যে অনেকে মুক্তি পেয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনী প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

দুর্নীতির দুই মামলায় খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দুই বছরের বেশি সময় তিনি কারাবন্দী ছিলেন। ২০২০ সালের ২৫ মার্চ সরকার নির্বাহী আদেশে তার সাজা স্থগিত করে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়। এরপর ছয় মাস পরপর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছিল সরকার।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারত যান। এরপর দেশ পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ বিষয়ে গতকাল বিকেলে বঙ্গভবনে তিন বাহিনীর প্রধানদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে এবং সম্প্রতি বিভিন্ন মামলায় আটক সব বন্দীকে মুক্তি দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনকে আটকের গুঞ্জন

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম) হারুন অর রশীদকে আটক করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হারুন অর রশীদ বলেন, ‘আমি এখন বাসায়ই আছি।’

সোমবার(৫ আগস্ট) শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাকে আটক করে নিয়ে যায় রাষ্ট্রীয় একটি সংস্থা।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, কার নির্দেশে ডিবি প্রধান থাকা অবস্থায় হারুন অর রশীদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে তুলে নিয়ে আটকে রেখেছিলেন। তাদের কাছ থেকে জোর করে বিবৃতি আদায় করেছিলেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে নির্বিচারে ঘরে ঘরে ডিবি পুলিশ পাঠিয়ে মানুষ তুলে আনার কাজটি করেছেন। রাজনীতিকসহ জনগণের সঙ্গে বেপরোয়া আচরণ করেছেন সেটি জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ছয় সমন্বয়কের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজকে দেখা করতে দেননি অতিরিক্ত আইজিপি হারুন। তখন বলেছিলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া দেখা করা সম্ভব নয়। তাদের কবে ছাড়া হবে জানতে চাইলে বলেছিলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন নির্দেশ দেবে তখন ছাড়া হবে।

সেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে সেটিও হারুনের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হারুন এডিশনাল এসপি থাকার সময় ২০১১ সালের ৬ জুলাই, সংসদ ভবনের সামনে তৎকালীন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুককে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছিলেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আজ মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) বিকেলে রাষ্ট্রপতির প্রেস উইংয়ের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনী প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের

প্রতিনিধি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও একই বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপি চেয়ারপার্সনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং ১ জুলাই ২০২৪ হতে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন মামলায় আটককৃতদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়েছে এবং এরইমধ্যে অনেকে মুক্তি পেয়েছে।

এদিকে শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা চলছে। এ সরকার কেমন হবে—সে বিষয়ে প্রস্তাবনা দেবেন ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এরপরই চূড়ান্ত হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

এর আগে গতকাল সোমবার দুপুরে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে মতামত নেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। এরপর সন্ধ্যায় সেনাপ্রধান ও বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক হয়। সেখানে ২৪ ঘণ্টা বা দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিমানবন্দরে পলক আটক

সাবেক মন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলককে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (০৬ আগস্ট) দুপুরে তাকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, বিমানবন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাকে আটক করেছে। পরে তাকে হেফাজতে নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বিমানবন্দরের একটি সূত্র জানিয়েছে, ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি পাড়ি দেওয়ার জন্য তিনি বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে অপেক্ষায় ছিলেন পলক। এ সময় বিমানবন্দরের কর্মচারীরা তাকে ভিআইপি লাউঞ্জে আটকে রাখেন। পরে বিমানবাহিনীর কর্মকর্তারা এসে তাকে আটক করেন।

ছাত্রজনতার আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছিলেন পলক। তিনি আছেন কিনা তা নিয়েও নানা গুঞ্জন ছিল। এমন অবস্থার মধ্যে বিমানবন্দরে আটক হলেন তিনি।

সূত্র: কালবেলা

মেহেরপুরে বিজয় উল্লাস, দূর্বত্তদের হামলায় ব্যাপক ভাংচুর

মেহেরপুর শহরসহ জেলা জুড়ে চলছে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ ছেড়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন।

বিকাল থেকে খন্ড খন্ড মিছিল শুরু হয় বিভিন্ন এলাকা থেকে। রাস্তায় নেমে এসে উল্লাসে মাতে মানুষ। ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বিজয় মিছিল ও উল্লাস করে।

মিছিল শেষ করেই একদল দূবৃত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দোদুলের বাসভবনসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ঘটায়। দফায় দফায় তারা জেলা শহরের নেতাকর্মীদের বাড়ি ও দোকানে ভাংচুর চালায়।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের অফিস, জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খোকনের ব্যক্তিগত অফিস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ইয়ারুল ইসলামের অফিস, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) পল্লব

ভট্টাচার্যের বাসভবন, এসকন অফিস, মেহেরপুর প্রেস ক্লাব, ভাইভাই ফ্যাশন, লুকস ফ্যাশান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুস ছামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুবলীগ নেতা নাহিদের বাড়ি, আরোহী বস্ত্রালয়, রশিদা ইলেকট্রনিকস, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, ঠিকাদার মাহাবুবের বাড়ি, জোসনা বেকারিতে ভাংচুর অগ্নিসংযোগ চালানো হয়।

এদিকে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকার মেহেরপুর-২ আসনের এমপি ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগরের এ্যাডভান্সড মেড কেয়ার ক্লিনিক, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেকের বাসভবন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুলের রাজনৈতিক কার্যালয়, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক হাসানের চৌগাছার বাড়িতে, গাংনী পৌরসভার কর্মচারি টিক্কার বনবিভাগ পাড়ার বাড়ি, সাবেক ছাত্রলীগের নেতা শাহাদুজ্জামান শিপুর ব্যক্তিগত অফিস, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভিতরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর মুরাল ভাঙচুর করা হয়েছে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুরে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাংচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতার বাড়িতে বাড়িতে বিএনপি জামায়াতের লোকজন গিয়ে খোঁজ করছেন। আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ, যুবলীগের নেতা কর্মীরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে, রাত ৯টার দিকে সেনাবাহিনী টহল শুরু করলে দূবৃত্তরা ভাংচুর বন্ধ করে এলাকা ত্যাগ করে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পাখিভ্যান চালক নিহত

স্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ স্ট্রীয়ারিং গাড়ির ধাক্কায় লিটন (৩৮) নামের এক পাখিভ্যান চালক নিহত হয়েছেন।

নিহত লিটন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের ইয়াসিন আলীর ছেলে।

আজ সোমবার (৫ আগষ্ট) বিকালের দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান বাসস্ট্যান্ডের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

তবে, অবৈধ যান স্ট্রীয়ারিং গাড়ির চালক কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নওদা আজমপুর গ্রামের হামজাদ আলীর ছেলে জনি মিয়াকে জনগণ আটক করে রাখলেও কঁমারীডাঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমান তাকে ছেড়ে দেন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাখিভ্যান চালক লিটন বামন্দী থেকে ছাতিয়ানের দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী স্ট্রিয়ারিং গাড়িটি গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় মারা যান তিনি।

খবর পেয়ে কুমারীডাঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছান। পরে অজ্ঞাত কারনে স্ট্রীয়ারিং এর ঘাতক চালক জনি মিয়াকে ছেড়ে দেন।

এসআই সোয়েবুর রহমান জানান, বিষয়টি উভয় পক্ষই মিমাংসা করে ফেলাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।